পাঠক ফোরাম

আমলা ও রাজনীতিবিদ

আমলা থেকে সাবধান। ধন্বতরী কথা। কথার সত্যতা নির্ভেজাল সত্য। আমাদের দেশে যা অহর্নিশি ঘটে, যত অঘটন ঘটনপটিয়সী এ যাবৎকাল ঘটে আসছেও তাই। কিন্তু কথার মধ্যে থেকে গেছে অনেক কথার ইতিবৃত্ত। আমলারা শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল। তারা যা পায় একান্নবর্তী পরিবারের মতো ভাগ করে খায়। ছোট-বড় পদের পার্থক্য থাকলেও সম্প্রীতি এবং স্নেহসুলভ আচরণ ওদের স্থায়িত্ব দিয়েছে। তাই একজন গেলেও আর একজন তার স্থানে সেই একই আচরণের হয়। হয়তো বা নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে কৌশলী হয়। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কি তা বোঝে? একান্নবর্তী পরিবারের মতো থাকে? আমলরা ধূর্ত, বুদ্ধিমান। রাজনীতিবিদরাও তো ধূর্ত, বুদ্ধিমান। কিন্তু গোড়ায়ও যে ফাঁকটা রয়েছে তা রাজনীতিবিদদের দুর্বলতা আমলারা বোঝে। তাই দুর্বলতার ফাঁক বেশি হলে রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে চেপে থাকা আমলাদের ঘাড় ভেঙে খায়। রাজনীতিবিদদের ঘাড় শক্ত হলে আমলাদের ঘাড় মটকাতে বেগ পেতে হতো। রাজনীতি যদি অর্থের জন্য, পদের জন্য করে তাহলে তো সুযোগ হাতের মুঠোয় থাকবেই। এখন তো আমেরিকা ফেরত কত রাজনীতিবিদের খবর দেখি। শুধু শুধু আমলাদের দোষ দিয়ে আর কি লাভ! যে দিন রাজনীতিবিদরা আদর্শের লড়াই করবেন, ক্ষমতার ধারাবাহিকতা থাকবে জনগণের ইচ্ছার ওপর, তাতে ভারতের মতো বৃহৎ আমলাদের দেশ হয়েও ভারত যেমন আমলামুক্ত থাকতে পেরেছে, আমরাও পারবো। আগে চাই রাজনৈতিক ইচ্ছা, রাজনৈতিক সততা আর জনগণের জন্য রাজনীতি- এই উদ্দেশ্য।

সৈয়দ হায়দার আলী, 32-48-30th Street, Apt # A2 Astoria, Ny-11106. USA

হায় চলচ্চিত্র! হায় সমাজ!

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে 'অশ্লীলতা' শব্দটি নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কিন্তু সমালোচকরা 'অশ্লীলতা' দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? গল্পের প্রয়োজনে কোনো দৃশ্যে একটু খোলামেলা হলেই সেটাকে অশ্লীল বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারতেও তো গল্পের প্রয়োজনে শৈল্পিকভাবে অনেক খোলামেলা দৃশ্য সংযোজিত হচ্ছে। কই সেখানে তো এতো হৈ চৈ বেধে যায়নি। আসলে এ দেশে কর্মীর চেয়ে সমালোচক বেশি। তবে সময়ের প্রয়োজনে এখন যেটা বেশি দরকার তা হলো, চলচ্চিত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা- প্রাপ্তবয়স্ক, সাধারণ এবং শিশু। তাহলেই শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য যেখানে সমাজের সমসাময়িক ঘটনাবলীর বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা, সেখানে সমাজে চলমান হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি- এগুলো কেন জীবন্তভাবে তুলে ধরা যাবে না? তাহলে কি যত দোষ ঐ চলচ্চিত্রের? কাজেই এখন সময় এসেছে চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা নয়; সমাজের অশ্লীলতা আগে দূর করা।

এমদাদ উল্লাহ জামিল, এফ. রহমান হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পুলিশ

গত ৪ জুন একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম ও শেষ পাতার কিছু সংবাদ শিরোনাম, সিআইডির এসপি বদলি ঠেকাতে ঘুষ প্রদানের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার। লোহাগাড়ায় দারোগাসহ দু'জন পুলিশকে গণপিটুনি, রিভলবার ওয়াকিটকি ছিনতাই, ওসিকে ম্যানেজ করে ভ্যারাইটি শোর নামে অশ্লীল নৃত্য ও জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ। ভালুকায় আড়াই বছরের শিশু মারপিট মামলার আসামি, দারোগাকে শোকজ। চাঁদপুরের এডিএম কোর্টে পুলিশ বেষ্টনী থেকে ৩ আসামির পলায়ন। 'অপরাধী পুলিশ সদস্য' শীর্ষক ওই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, পুলিশের দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা নিয়ে দিনকে দিন বেশি প্রশ্ন উঠেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও পুলিশের দুর্নীতিকে সুশাসনের বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ নিজেই যদি নানা অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু নেই।

ইরা
সৈয়দপুর, নীলফামারী

শাসনতন্ত্রেই বলুন, ভিন্ন ধর্মের নাগরিক অধিকার রহিত করা হলো

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার উপদেষ্টার মাধ্যমে আমাদের চমৎকারভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করলেন : বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার নিয়ে থাকতে হলে অঙ্গচ্ছেদ করতে হবে! ইন্টারনেটে মুহূর্তে সারা বিশ্বে কথাটা চলে গেছে! কোথায় নেবেন খালেদা জিয়া আমাদের? তিনি সওয়ার হয়েছেন জামায়াতের পিঠে, চোখ-কান বন্ধ করে চলেছেন পরম বিশ্বাসে। তিনি ওদের বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা কি রাজাকারের কথামতো তালেবান রাষ্ট্র? যেখানে অন্য ধর্মের মানুষ কথা বলতে পারবে না! তবে ঘোষণা দিয়েই বলুন, শাসনতন্ত্রে ঢুকিয়ে নিন। তারপর আপনি যা ইচ্ছে তাই বলিয়ে নিন রাজাকারদের দিয়ে।

ফারহাদ আহমেদ
দারুস সালাম, ঢাকা

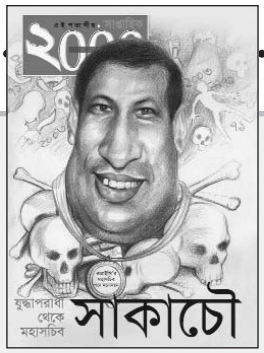

তার যোগ্যতা তিনি রাজাকার

সাকাচৌ'র বক্তব্যে একটি কথা ভাবতে হয়েছে, এই রাজাকারটা রাজাকারের মতোই কথা বলেছে। ৩৩ বছর ধরে বলে চলেছে সরকারি দলে অবস্থান নিয়ে। সরকারি দল এই রাজাকার পুষে যাচ্ছে। প্রেস কনফারেন্সেও তার কথাবার্তায় অশালীনতা ছাড়া কিছুই দেখলাম না। এ লোক কিভাবে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদ বিষয়ে উপদেশ দেয়? বিরোধী দলকে সংসদ থেকে বের করার মতলব যেটা দেখা যাচ্ছে, তাতে কি প্রধানমন্ত্রীর সায় আছে? তাকে সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় কোন যোগ্যতায়? সে রাজাকার।

ইরাবতী
ঢাকা

সিলেটবাসী কি সবাই ব্লাকার?

আমি শুধু জন্মসূত্রে সিলেটের লোক নই, বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটেবাড়ি সিলেটে। জীবিকার জন্য হয়তো এখন দেশের বইরে থাকি। নাড়ির টানে আপনজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মাঝে মাঝে সিলেট আসতে হয়। আর সিলেট আসতে গেলে মনটা খারাপ হয়ে

গাছ কাটা এবং নতুন গাছ

ময়মনসিংহ শহরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর অবস্থিত চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু থেকে শম্ভুগঞ্জ বাজার পর্যন্ত প্রায় ৮ কি.মি. পাকা রাস্তার দু'পাশে ছিল বিভিন্ন প্রকার ফল ও কাঠের গাছ। শহরের ধুলোবালি, ভাঙা রাস্তা আর যানবাহনের জট থেকে মুক্ত হয়ে যখনই এই রাস্তায় আসতাম তখনই রাস্তার পাশের ঘন সবুজ মনভোলানো গাছগুলো দেখে মনটা ভালো হয়ে যেতো। এর মধ্যে হঠাৎ করেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেখি রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। তারপর ৭/৮ দিনেই রাস্তার দু'পাশের সবুজ বাগান হয়ে গেলো গাছশূন্য, পাখিশূন্য। মন ভালো করা গাছগুলো কেটে ফেলায় মন খারাপ করে যখন কিছু লিখবো বলে চিন্তা করছিলাম, তখনই এই জুন মাসের শুরুতেই দেখি ময়মনসিংহ বন বিভাগ রাস্তার পাশে কেটে ফেলা একটা গাছের বদলে রাস্তার দু'পাশের পুরো ঢালু অংশজুড়েই বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগাচ্ছে। ছোট ছোট গাছগুলো দেখে মনটা ভালো হয়ে গেলো। মাত্র তো আর কয়েকটা দিন। তারপর রাস্তার পাশের এই গাছগুলো সৃষ্টি করবে আরো সবুজ, আরো বেশি পাখিতে পূর্ণ রাস্তা, উদ্যান। গাছ কাটার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ লাগানোর এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ময়মনসিংহ বন বিভাগকে শুভেচ্ছা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল, আগের গাছগুলো একসঙ্গে কাটা হলো কেন?

শিল্পী, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

যায় শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থার জন্য। সারা বাংলাদেশে দিন দিন যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে, তখন তথাকথিত সমৃদ্ধশালী সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকেই যাচ্ছে। সড়ক পথের অবস্থা এতোই করুণ যে, কোনো সুস্থ মানুষ ঢাকা-সিলেট বাসে যাতায়াত করলে নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আর বাংলাদেশ বিমানের চিরায়ত সেবা ও সার্ভিসের কথা যাদের জানা আছে, তারা ভুলেও ও পথে পা বাড়াবেন না। তাই সব শ্রেণীর যাত্রীদের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ট্রেন। আর এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র সিলেটবাসীকে জিম্মি করে কতিপয় রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের কিছু দালাল দিনের পর দিন সব আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট কালোবাজারি করে সবার নাকের ডগায় বসে লাখ লাখ টাকা কামাই করছে। অথচ এ ব্যাপারে তেমন কেউ প্রতিবাদ করছে না। দু-একটা পত্র-পত্রিকায় সামান্য যা কিছু রিপোর্টিং হয়েছে। গত ৩০ মে আমি বৃদ্ধা মাকে দেখতে সিলেট গিয়েছিলাম। যাবার সময় কমলাপুর স্টেশনে জয়ন্তিকা ট্রেনের শোভন চেয়ার টিকেট ১৮০ টাকার স্থলে ২০০ টাকা দিয়ে খোদ কাউন্টার থেকে ক্রয় করি। এভাবে অসংখ্য যাত্রী আমার মতো ভুক্তভোগী। সিলেট স্টেশনে রাতে নেমে ২ জুন, ২০০৪ তারিখে রাতে উপবনের কোনো অগ্রিম টিকেট না পেয়ে এক দালালের মাধ্যমে ১৮০ টাকার টিকেট ৩০০ টাকা দিয়ে কিনি। এভাবে ট্রেনের শতকরা ৯০ জন যাত্রী প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। পর্যটন নগরী হিসেবে খ্যাত শাহজালাল (রঃ)-এর পুণ্যভূমি সিলেটে প্রতিদিন অনেক পর্যটক এসে শুধু ট্রেনের ওই ভোগান্তির শিকার হয়ে দুঃখ করে বলেন- 'সিলেটবাসী কি সবাই ব্লাকার?

মোঃ মুনীর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দৃষ্টি আকর্ষণ

পিএসসি ও বিসিএস ক্যাডার

বিসিএস কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পিএসসি বছরে দু'বার পরীক্ষা গ্রহণ করে। পরীক্ষা দুটো অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে। একজন পরীক্ষার্থী বছরে একবার মাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কেউ একবার অকৃতকার্য হলে আবার পরীক্ষায় বসতে হয়। যিনি ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন, তিনি পরবর্তী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন, তার আগে নয়। কিন্তু যিনি আগস্ট মাসে পরীক্ষা দিলেন (অকৃতার্য হলে), তিনি সামনের বছর ফেব্রুয়ারি মাসেই আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন। অর্থাৎ ৬ মাসের মধ্যেই আবার পরীক্ষা দেয়া যাবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে যিনি পরীক্ষা দিচ্ছেন, তিনি এক বছরের আগে আর পরীক্ষা দিতে পারছেন না। এ যেন এক যাত্রায় ভিন্ন ফল। পরীক্ষার্থীরা যাতে সবাই সমান সুযোগ ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে বছরে দু'বার পরীক্ষায় বসতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে। খামাখা ৬ মাস নষ্ট করার কোনো অর্থই হয় না। পিএসসির কর্তাব্যক্তিদের এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

ইংরেজি জানতে হবে

আন্তর্জাতিক বিশ্বে তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজি যে শুধু ইংরেজ জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। বর্তমানে এর পরিধি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজিকে অবহেলা ও তুচ্ছের সঙ্গে দেখা হয়ে আসছে। অনেকে আবার বাংলা ভাষার মানহানির প্রশ্ন তোলেন। এ ধরনের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আমাদের অনীহা জন্মেছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো ইংরেজি জানেন। বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক প্রতিকূলতার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে বাংলা মিডিয়ামে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বেশ উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রদের তুলনায় তারা পিছিয়ে পড়ছে। এমনকি কোনো কোনো চাকরির ক্ষেত্রে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রদের প্রাধান্য দেয়া হয়। এর কারণ বাংলা মিডিয়ামে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব না থাকা। ছাত্রজীবনে জ্ঞান আহরণের জন্যও ইংলিশ আবশ্যক। অনেক মূল্যবান সাহিত্য ইংরেজিতে লেখা, যেগুলোর সব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে ভালো ইংরেজি জানলে বহু মূল্যবান বই পাঠ করা সম্ভব। সম্প্রতি বাজেটের বেশ বড় অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এর সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার জন্যও সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্ন কোনো উদ্যোগ নেয়া দরকার, যা দেশের শিক্ষার মানকে উন্নত বিশ্বের শিক্ষার মানের সমপর্যায় করতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সমক্ষম হবে। ইতিমধ্যে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করে সবার পক্ষে ইংলিশ শেখা সম্ভব নয়। তাই সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

মোঃ রেজাউল করিম
জেনিসিস ইংলিশ লার্নিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-৬, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

কমিশনার বিনয় সরকারের (বীণা)

সাপ্তাহিক ২০০০-এ গত ৪ জুন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে নিহত ৪ কমিশনার প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ৪ কমিশনারের মধ্যে বিনয় সরকার (বীণা)-এর নামে কোনো সন্ত্রাসী ঘটনার অভিযোগ নেই। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারণ বিনয় সরকার (বীণা)ও একজন সন্ত্রাসী ছিলেন। এর প্রমাণ ১৯৯১ সালের ১৬ জুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এক ছাত্রলীগ নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ওই হত্যাকাণ্ডের ৪ নং আসামি ছিলেন বিনয় সরকার (বীণা), যা কোতোয়ালি থানায় খোঁজ নিলে জানা যাবে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে মন্দিরের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ রয়েছে। কথিত আছে, তাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনও ভয় পেত। তাই 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর কাছে অনুরোধ, কারো পক্ষে নয়, সত্যের পক্ষে কলম ধরুন।

মোঃ শামছুল আলম (বাবু)
নবাবপুর রোড, ঢাকা

কেমন আছি আমরা

দুর্নীতি : জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় ৩ বছর। এর আগেই বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে দুর্নীতিতে এক নম্বর হয়েছে। বাংলাদেশের বড় বড় দুর্নীতির কিছু নমুনা তুলে না ধরলেই নয়।

১. ডেনমার্ক ফেরি মেরামতের জন্য ২৫০ কোটি টাকা দিয়েও ফেরত নিয়ে গেল। ফেরি মেরামতের নাম করে সেই টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করার কারণেই এই ঘটনা ঘটলো।

২. নেদারল্যান্ডস কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য যে ১০০ কোটি টাকা দিতে চাইলো, সেটা নিল না শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তার স্বার্থের কারণে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তার কোম্পানিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলেন না।

৩. বিশ্বব্যাংক থেকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা বাড়ালো।

ঘুষ না দিলে বাংলাদেশে কোনো কাজ হয় না। পুলিশকে ঘুষ না দিলে তারা কোনো কাজ করে না। স্কুল-কলেজের বই নিয়ে হয় দুর্নীতি, সব ক্ষেত্রে দলীয়করণ।

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন ব্যুরো আছে কিন্তু তারা স্বাধীন নয়। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হয় না। তারা সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপিদের নামে কোনো অভিযোগ আনে না। বিরোধী দলে গেলে তখন যাবতীয় মামলা করে। আবার যখন তারা ক্ষমতায় যায় তখন সব মামলা তুলে নেয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরোটাই দুর্নীতিতে ভরে গেছে।

এই যদি হয় আমাদের দেশের অবস্থা, তাহলে আমরা কেমন করে বলব যে, আমরা ভালো আছি!

এম জিয়াউর রহমান (জিয়া), যশোর